সিভিল সার্ভিস আইন, ২০১০

(খসড়া)

প্রস্তাবনা

যেহেতু বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের নিয়োগ, কর্মসম্পাদন ও আনুসঙ্গিক বিষয়ে সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়নের আবশ্যিকতা রহিয়াছে; এবং

যেহেতু ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতির কারণে সিভিল সার্ভিসের ভূমিকা ও কর্মক্ষেত্রের দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে; এবং

যেহেতু তথ্য অধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারীদের তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে বিধায় এই প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছকরণের মাধ্যমে জনসেবার নিশ্চয়তা বিধান করার আবশ্যিকতা রহিয়াছে; এবং

যেহেতু আইনানুমোদিত বিষয়াদি নিশ্চিত করা, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ রোধ করা, জনপ্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, কর্মকর্তাদের চাকরির আইনসম্মত নিরাপত্তা বিধান করা, জনগণ কেন্দ্রিক সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করা, তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ ও বিশ্বমানের জনপ্রশাসন সৃষ্টি করা এবং সুশাসন ও আইনের সাধারণ নীতিসমূহ গ্রহণপূর্বক একটি সিভিল সার্ভিস গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে; এবং

যেহেতু এই বিষয় সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-

(ক) এই আইন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(খ) সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

২। আইনের প্রাধান্য।-

আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, নীতিমালা, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ ও নির্দেশে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের আওতাভুক্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান কার্যকর হইবে।

৩। সংজ্ঞা।-

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) 'সিভিল সার্ভিস' অর্থ সরকারের স্থায়ী রাজস্ব খাতের সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত চাকরি বা পদের সমন্বয়ে গঠিত সার্ভিস। তবে নিম্নোক্ত চাকরি বা পদ অথবা চাকরি বা পদসমূহে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হইবে না:-

(১) উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ;

(২) এডহক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ;

(৩) জাতীয় বেতন স্কেলের গ্রেড ১২-এর নিম্নের সকল সরকারি কর্মচারী;

(৪) প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারী;

(৫) বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্যবৃন্দ;

(৬) বিধিবদ্ধ সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব জনবল;

(৭) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব জনবল;

(৮) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ।

(৯) সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ;

(১০) সাময়িক সময়ের জন্য গঠিত কোন কমিটি বা কমিশনের সদস্যবৃন্দ;

(১১) সুপ্রীম কোর্টের আওতাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারী;

(১২) রেলওয়ে সংস্থাপন কোড-এর আওতাভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ;

(১৩) পুলিশ পরিদর্শক বা সমপদমর্যাদার নিম্নের পুলিশ বাহিনীর অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ;

(১৪) বাংলাদেশ জেলের ডেপুটি জেলর ও সার্জেন্ট ইনস্ট্রাকটর পদমর্যাদার নিম্নের অধঃস্তন কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ;

(১৫) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডসের এর জুনিয়র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ;

(১৬) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস-এর অধঃস্তন কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ;

(১৭) চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ; এবং

(১৮) ওয়ার্ক চার্জড, কন্টিনজেন্সি ও এপ্রেনটিস হিসেবে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ।

(খ) 'সদস্য' অর্থ সিভিল সার্ভিস-এর সদস্য।

(গ) 'সিলেকশন বোর্ড' অর্থ প্রার্থী বাছাইপূর্বক সুপারিশের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত বোর্ড বা বোর্ডসমূহ।

(ঘ) 'জনপ্রশাসন' অর্থ সার্ভিসের সদস্য কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত ও প্রকৃত কার্যাদির সমষ্টি।

(ঙ) 'সুশাসন' অর্থ কর্তৃত্ববলে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সহিত আইনানুগভাবে কার্যাদি সম্পাদন।

(চ) 'কর্তৃত্ব' অর্থ আইন বা বিধি দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা।

(ছ) 'প্রশাসনিক প্রতিকার' অর্থ সরকারের প্রশাসনিক কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল।

(জ) 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' অর্থ প্রশাসনিক বা আইনগত কোন কার্যাদি সম্পন্নের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার সহিত স্ব-ইচ্ছা প্রয়োগ।

(ঝ) 'নির্ধারিত' অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত।

(ঞ) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি।

(ট) 'প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত' অর্থ আইনগতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত।

(ঠ) 'সার্ভিসের ব্যবস্থাপনা' অর্থ সার্ভিসের দক্ষতা, কার্যকারিতা, দায়িত্ব পালনে পেশাদারিত্ব এবং পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ মানোন্নয়ন, পদোন্নতি, বেতন ও কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কিত নির্দেশনা জারী এবং উহার ব্যবস্থাপনা ও তদারকী।

(ড) 'নিকটাত্মীয়' অর্থ স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সৎ পুত্র, সৎ কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, বোন এবং তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি। স্বামী/স্ত্রীর উল্লেখিত নিকটাত্মীয়গণও নিকটাত্মীয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঢ) 'মাঠ পর্যায়ের পদ' অর্থ মেট্রোপলিটন এলাকা বহির্ভূত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক ইউনিটের জন্য নির্ধারিত পদসমূহ।

(ণ) 'গুচ্ছ' অর্থ এই আইনের ৯ ধারার অধীনে গঠিত গুচ্ছসমূহ।

(ত) 'গ্রেড' অর্থ সিভিল সার্ভিসের ৩টি স্তরের পদমর্যাদার ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক বিন্যাসকৃত ধাপ।

অধ্যায়-২
গঠন ও কাঠামো

৪। সিভিল সার্ভিস গঠন।-

(ক) নিম্নোক্ত বিদ্যমান চাকরি বা পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তা/সদস্যদের সমন্বয়ে সিভিল সার্ভিস গঠিত হইবে:-

(১) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস)-এর সকল ক্যাডারের সদস্যবৃন্দ;

(২) বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব, যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব, মুখ্য সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাগণ; এবং

(৩) ধারা ৩ এর অনুচ্ছেদ (ক) এর বিধান সাপেক্ষে সরকারের স্থায়ী রাজস্ব খাতের সরকার নির্ধারিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাগণ।

(খ) সরকার বিধি দ্বারা সার্ভিস সমূহের গঠন/পুনর্গঠন এবং সার্ভিসের সদস্যগণের কর্মের শর্তাবলী ও কর্তৃত্ব সুনির্দিষ্ট করিবে।

(গ) পদাধিকারবলে সিভিল সার্ভিসের প্রধান হইবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব। জনপ্রশাসনের কর্মে দক্ষ ও সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ নিয়মিত সচিবগণের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদ সচিব নিয়োগ করিবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের পদের মেয়াদ, পদমর্যাদা ও কর্তৃত্ব-কর্মাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫। সিভিল সার্ভিসের কাঠামো।-

(১) ধারা ৪ এর অধীনে গঠিত সিভিল সার্ভিস নিম্নোক্ত তিন স্তর বিশিষ্ট হইবে:

(ক) সুপিরিয়র স্তর:- এই স্তরে ১ম ও ২য় এই দুইটি গ্রেড থাকিবে;

(খ) সিনিয়র স্তর:- এই স্তরে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম এবং ৯ম এই সাতটি গ্রেড থাকিবে;

(গ) জুনিয়র স্তর:- এই স্তরে ১০ম, ১১শ এবং ১২শ এই তিনটি গ্রেড থাকিবে।

(২) সুপিরিয়র স্তরের পদ হইবে নীতিনির্ধারণীমূলক ।

(৩) সিনিয়র স্তরের পদধারীগণ সরকারের নীতি বাস্তবায়নে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতাসম্পন্ন হইবেন। জুনিয়র স্তর হইবে সহায়তা প্রদানকারী স্তর।

(৪) সুপিরিয়র স্তরের দ্বিতীয় গ্রেড সিনিয়র স্তরের ৩য় গ্রেডে কর্মরতদের মধ্য হইতে সমগ্র চাকুরী জীবনের কর্মদক্ষতা (performance) যাচাইয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হইবে। তবে এই স্তরের একটি নির্দিষ্ট হার, যাহা সর্বোচ্চ ১০% এর বেশী হইবে না, উন্মুক্ত থাকিবে এবং উক্ত পদসমূহ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্ত ও মেয়াদে পূরণযোগ্য হইবে। সুপিরিয়র স্তরের দ্বিতীয় গ্রেড হইতে প্রথম গ্রেডে পদোন্নতি নির্ধারিত পদ্ধতিতে হইবে।

(৫) সিনিয়র স্তরের সর্বনিম্ন গ্রেডে ৮০% সরাসরি নিয়োগ এবং ২০% জুনিয়র স্তরের সর্বোচ্চ গ্রেড হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। অন্যান্য গ্রেডের পদগুলি নির্ধারিত পদ্ধতিতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার প্রয়োজন মনে করিলে সিনিয়র স্তরের সর্বোচ্চ গ্রেডের পদ ব্যতিত সরকার ঘোষিত কারিগরী ও বিশেষায়িত প্রকৃতির অন্যান্য গ্রেডের পদে অনূর্ধ্ব ১০% পদ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরাসরি নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৬) জুনিয়র স্তরের সর্বনিম্ন গ্রেড সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে। অন্যান্য গ্রেডের পদগুলি নির্ধারিত পদ্ধতিতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার প্রয়োজন মনে করিলে সরকার ঘোষিত কারিগরি পদসমূহের ও অন্যান্য গ্রেডের পদের ২০% পদে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরাসরি নিয়োগ করিতে পারিবে।

অধ্যায়-৩
ব্যবস্থাপনা, কার্য সম্পাদন, মন্ত্রণালয় ও সার্ভিসসমূহের গুচ্ছায়ন

৬। সার্ভিসের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন।-

সার্ভিসের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধির আওতাভুক্ত থাকিবে।

৭। কার্য সম্পাদনের নীতি।-

(১) সদস্যগণ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে সুশাসনের নিম্নোক্ত সাধারণ নীতিসমূহ অনুসরণ করিবেন;

(ক) আইনগত নিশ্চয়তা;

(খ) সুসমতা;

(গ) নিরপেক্ষতা;

(ঘ) যথার্থতা ও নির্ভুলতা;

(ঙ) এখতিয়ারের সীমা লঙ্ঘন না করা ও এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ না করা;

(চ) উদারতা;

(ছ) দক্ষতা;

(জ) জবাবদিহিতা;

(ঝ) স্বচ্ছতা;

(ঞ) পেশাদারিত্ব;

(ট) জনস্বার্থ;

(ঠ) জ্ঞানের উন্নয়ন ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; এবং

(ড) আইনসঙ্গতভাবে কার্যাদি সম্পন্ন করা।

(২) জনপ্রশাসনের প্রধান দায়িত্ব হইবে জনসেবা নিশ্চিত করা। সিভিল সার্ভিস সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও উহার মান সংক্রান্ত বিষয়ে সেবাগ্রহিতাদের যে কোন অভিযোগ বা আপত্তি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৩) সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের কার্য সম্পাদন, মূল্যায়ন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮। এখতিয়ার ও কর্তৃত্বের পরিধি।-

(১) সদস্যদের কর্তৃত্বের এখতিয়ার নির্দিষ্ট এলাকা, পরিধি এবং সময় দ্বারা নির্ধারিত হইবে। এই কর্তৃত্ব আরোপিত ও অর্পিত হইবে।

(২) এখতিয়ার ও কর্তৃত্বের আওতাধীন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) দায়িত্ব পালনে প্রশাসনিক ক্ষমতার অপপ্রয়োগ সদস্যের ব্যক্তিগত দায় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুশাসনের সাধারণ নীতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং এই ক্ষমতা স্বচ্ছতার সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে। স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের পরিণতিতে সরকারের তথা রাষ্ট্রের অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি সাধিত হইলে উহার জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।

৯। মন্ত্রণালয় ও সার্ভিসসমূহের গুচ্ছায়ন।-

সরকার প্রয়োজন মনে করিলে বিধি দ্বারা মন্ত্রণালয় ও সার্ভিসসমূহের গুচ্ছায়ন করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, গুচ্ছায়ন বিষয়ে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সিভিল সার্ভিসের বর্তমান নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন পদ্ধতি বর্তমান নিয়মে অব্যাহত থাকিবে।

অধ্যায়-৪
দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার

১০। সদস্যের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার।-

(১) সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে-

(ক) সততা, পেশাদারিত্ব, ন্যায় ও সমতার নীতি গ্রহণপূর্বক জনগণকে সেবা প্রদান;

(খ) নিরপেক্ষতার নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি, শ্রেণী বা রাজনৈতিক দলের প্রভাবে বা অনুকূলে কাজ না করা এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্য না করা;

(২) কাজের পরিমাণ ও দায়িত্বের গুরুত্বের ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত ও জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ বেতন-ভাতাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে,

(৩) দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সদস্যগণ শারীরিক, মানসিক বা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে যথাযথ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হইবে।

১১। স্বার্থের দ্বন্দ্ব।-

কোন সদস্য তাহার কর্তৃত্ব ও এখতিয়ারের অধীনে আইনে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাহার নিকটাত্মীয়ের বিষয়ে বা নিকটাত্মীয়ের স্বার্থের সংশ্লেষ রহিয়াছে এমন কোন বিষয়ে বা নিকটাত্মীয় যেই কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের মালিক/অংশীদার বা চাকরিজীবী ঐ প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবেন না। তিনি উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়টি তাহার পরবর্তী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিবেন।

অধ্যায়-৫
নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন

১২। নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন।-

(ক) সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহিত হইবে।

(খ) বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সরকার নির্ধারিত কারিগরী ও বিশেষায়িত পদে পদভিত্তিক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিবে। অন্যান্য পদে পদের উল্লেখ ব্যতীত নিয়োগের সুপারিশ করিবে।

(গ) কারিগরী ও বিশেষায়িত পদ ব্যতীত অন্যান্য পদে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রার্থীদের সরকার নির্ধারিত মেয়াদে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করিতে হইবে।

(ঘ) প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বিষয়ে 'সিলেকশন বোর্ড' প্রার্থীদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল এবং বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ফলাফল-এর সমন্বয় পূর্বক পছন্দের ক্রমানুসারে সার্ভিসের গুচ্ছ অনুযায়ী নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিবে।

(ঙ) কোন প্রার্থী প্রথম পছন্দ অনুযায়ী সার্ভিসের গুচ্ছে নিয়োগের জন্য যোগ্য/মনোনীত না হইলে 'সিলেকশন বোর্ড' এই বিষয়ে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতঃ তৎপরবর্তী পছন্দক্রম অনুযায়ী নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিবে।

(চ) নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতার মানদন্ড ও মেধার ভিত্তিতে জুনিয়র স্তরে ও সিনিয়র স্তরের প্রারম্ভিক পদে সরাসরি নিয়োগ হইবে।

(ছ) নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে এবং যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে চাকরিতে স্থায়ী হইবে।

(জ) নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে পদের উপযুক্ততা ও কর্মদক্ষতার মানদন্ডের ভিত্তিতে বদলী ও পদায়ন নিয়ন্ত্রিত হইবে।

১৩। অঙ্গীকারনামা।-

সকল নূতন নিয়োগ সম্পাদনের পর বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য প্রক্রিয়াদি সম্পন্নপূর্বক চাকরিতে স্থায়ী হওয়ার প্রাক্কালে সার্ভিসের সকল কর্মকর্তা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে অঙ্গীকারনামা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

১৪। মাঠ পর্যায়ের বদলী ও পদায়ন।-

(১) মাঠ পর্যায়ের পদে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ন্যূনতম অভিজ্ঞতা নাই এমন কোন সদস্যকে সচিবালয়ের সমপর্যায়ের কোন পদে বদলী বা পদায়ন করা যাইবে না।

(২) মেট্রোপলিটন এলাকা বহির্ভূত মাঠ পর্যায়ের যে কোন পদে প্রতি ৩ (তিন) বৎসর চাকরির জন্য অথবা সরকার কর্তৃক ঘোষিত দুর্গম, পাহাড়ি এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মাঠ পর্যায়ের পদে ২ (দুই) বৎসর চাকরির জন্য তাহার নির্ধারিত পরবর্তী গ্রেডের পদোন্নতির ক্ষেত্রে নির্ধারিত চাকরিকাল হইতে ৩ (তিন) মাস সময়কাল প্রমার্জিত বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা ছাড়া সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধাদিও প্রদান করা যাইবে।

১৫। বেতন ও পদোন্নতির নিশ্চয়তা।-

(১) কোন সদস্য নির্ধারিত গ্রেডের পদোন্নতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, ফিডার পদের নির্ধারিত চাকরিকাল পূর্ণ হইলে, এবং কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন সন্তোষজনক হইলে শৃঙ্খলাজনিত নির্ধারিত কারণ ব্যতীত উক্ত গ্রেডের বেতন প্রাপ্য হইবেন।

(২) সদস্যগণকে পদোন্নতির জন্য নির্ধারিত পদোন্নতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। উক্ত পরীক্ষা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হইবে। এই ক্ষেত্রে কেবল পদোন্নতি সংক্রান্ত পরীক্ষা পরিচালনার জন্য সরকার স্বতন্ত্র সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করিতে পারিবে। তবে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে পদোন্নতি পরীক্ষা আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমেও সম্পন্ন করা যাইবে।

(৩) একই পদের পদোন্নতি পরীক্ষায় কোন সদস্য পরপর তিনবার অকৃতকার্য হইলে তিনি স্বেচ্ছা অবসরে যাইতে পারিবেন। চতুর্থবার অকৃতকার্য হইলে সরকার তাহাকে কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে চাকরি হইতে অবসর প্রদান করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, অবসর গ্রহণের সুবিধা গ্রহণ না করিলে অথবা সরকার অবসর প্রদান না করিলে নির্ধারিত চাকরিকাল পূর্তিতে পদোন্নতির পরিবর্তে পরবর্তী গ্রেডের বেতন প্রাপ্তির সুবিধা প্রদান করা যাইবে। এই রূপ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবসরের বয়সসীমা হইবে ৫৫ (পঞ্চান্ন) বৎসর।

অধ্যায়-৬
প্রশিক্ষণ ও মানোন্নয়ন

১৬। সার্ভিসে সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন।-

প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর এবং উন্নয়ন প্রশাসন সংক্রান্ত উচ্চ শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হইবে। উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দাপ্তরিক কাজের সহিত সম্পর্কিত হইতে হইবে।

১৭। প্রেষণ।-

এক সার্ভিস গুচ্ছ হইতে অন্য সার্ভিস গুচ্ছে একই প্রকৃতির দায়িত্ব সম্পন্ন পদে এবং একই সার্ভিস গুচ্ছের এক পদ হতে অন্য পদে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রেষণ প্রদান করা যাইবে।

অধ্যায়-৭
পদত্যাগ ও অবসর

১৮। স্বেচ্ছা পদত্যাগ।-

সিভিল সার্ভিসের সদস্যগণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চাকরি হইতে স্বেচ্ছা পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

১৯। স্বেচ্ছা অবসর।-

সিভিল সার্ভিসের সদস্যগণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চাকরিকাল ২০ বৎসর পূর্তিতে চাকরি হইতে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২০। অবসর গ্রহণ ।- (১) অবসর গ্রহণের বয়সসীমা হইবে ৫৮ বৎসর।

(২) শৃঙ্খলাজনিত কারণে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান না করিয়া এবং বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন সদস্যকে চাকরি হইতে বাধ্যতামূলক অবসর, অপসারণ, বা বরখাস্ত করা যাইবে না।

অধ্যায়-৮
বিবিধ

২১। আইনের আশ্রয় গ্রহণ ও আদালত কর্তৃক দন্ড প্রদান।-

(১) প্রত্যেক সদস্য আইনানুগভাবে দায়িত্ব পালনকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী হইবেন।

(২) দায়িত্ব পালনকালীন উদ্ভূত কোন ঘটনার কারণে কোন ফৌজদারী অপরাধ সংঘটিত হইলে সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত কোন আদালত উক্ত অপরাধের জন্য কোন মামলা গ্রহণ করিতে পারিবে না বা কোন কর্তৃপক্ষ তাহাকে গ্রেফতার করিতে পারিবে না।

(৩) কোন সদস্য দুর্নীতি ও নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধে আদালত কর্তৃক তিন বৎসর পর্যন্ত মেয়াদে কারাদন্ডে দন্ডিত হইলে তাহাকে চাকরিতে বহাল রাখার বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। তিন বৎসরের অধিক কারাদন্ডে দন্ডিত হওয়ার ক্ষেত্রে এবং দুর্নীতি ও নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধের কারণে যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী তাৎক্ষণিকভাবে চাকরি হইতে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২২। বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।- (১) সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা অন্য যে কোন বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:

(ক) চাকরির নিয়োগ, পদোন্নতি, জ্যেষ্ঠতা, ছুটি, পদায়ন,প্রেষন সংক্রান্ত শর্তাবলী ;

(খ) শৃংঙ্খলা ও আচরণ সংক্রান্ত বিষয়াবলী;

(গ) অবসর সুবিধাদি;

(ঘ) স্বেচ্ছা পদত্যাগ, স্বেচ্ছা অবসর ও অক্ষমতাজনিত অবসর;

(ঙ) ক্যারিয়ার প্লানিং ও দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(চ) উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(ছ) পদোন্নতি পরীক্ষা এবং কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতি;

(জ) মন্ত্রণালয় ও সার্ভিসসমূহের গুচ্ছায়ন;

(ঝ) অধিকার, প্রণোদনা, মৃত্যু, অক্ষমতা ও কল্যাণমূলক বিষয়াদি;

(ঞ) সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে আপত্তি ও প্রতিকার; এবং

(ট) কোটা এবং প্রতিবন্ধী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি।

২৩। বিশেষ বিধান।-

এই আইনের ধারা ২২ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে এই আইনে বর্নিত হয় নাই এমন চাকরি সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি বিধান সার্ভিস সদস্যদের ক্ষেত্রে কার্যকর থাাকিবে।